৪০ বছর পূর্তি উৎসব

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আলোকিত মানুষ চাই

আলোর পথে ৪০ বছর

আবদুন নূর তুষার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। আলোকিত মানুষ তৈরির এক পর্বতসমান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষক, লেখক ও টেলিভিশন উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর কিছু বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে অল্প কিছু টাকা ও বই নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এমন এক সংগঠন, যে সংগঠন এখন দ্যুতিময় করেছে সারা দেশকে। সকলের তিনি স্যার। আমি মজা করে বলি ইংল্যান্ডের রানি কাউকে কাউকে স্যার উপাধি দেন আর আমাদের দেশে সকলকে না পড়িয়েও সকলের স্যার কেবল একজন। তাঁর নাম সায়ীদ স্যার।

উদার, উচ্চ মনোভাব ও মূল্যবোধসম্পন্ন, দক্ষ ও শক্তিমান মানুষ যাঁরা নিজ নিজ কাজে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে দেশকে আলোকিত করবেন, সেই আলোকিত মানুষ খুঁজে ও তৈরির চেষ্টা করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

ইন্দিরা রোডের ভাড়া করা বাসা থেকে আজকের বহুতল ভবন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এই চার দশকের যাত্রা মসৃণ ছিল না। অর্থাভাব ছিল, যথেষ্ট মানুষ ছিল না। ধার করে, প্রায় ভিক্ষা করে স্যার টাকা এনে কেন্দ্র চালাতেন। কেন্দ্রের সাথে আমার ৩৪ বছরের কাজে আমি একবারও তাকে আশা হারাতে দেখিনি। যখন স্কুলে বই পড়া কর্মসূচি শুরু হয়, পুরস্কারের বই থেকে মাইক সব তার দুই দরজার ভক্সওয়াগন পাবলিকা গাড়িতে পেছনে নিয়ে আমরা দুজন যাত্রা করতাম। স্টিয়ারিং- এ হাত রেখে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বলতেন। কেন্দ্র হবে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মিলনমেলা। সেরা মানুষেরা এখানে আসবে। তাদের মন বদলাবে। বদলাবে বাংলাদেশ।

১৭ বছরের কিশোর আমি অপার বিস্ময়ে ভাবতাম কী করে সম্ভব? সকল অবিশ্বাসকে হারিয়ে দিয়ে সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রের লাইব্রেরি ৩৪ বছর ধরে লাখ লাখ কিশোর-তরুণ বই পড়েছে, দাঁড়িয়েছে তার ছেড়ে যাওয়া স্বপ্নের সামনে। বিশ্বাস করেছে মানুষ তার আশার সমান মহান, স্বপ্নের সমান বড়- এই মূলমন্ত্রে। দেশের ১৬০০ স্কুলে, ৫০০ কলেজে ২,২৫০০০ ছেলে-মেয়ে পড়ছে পৃথিবীর সেরা সব বই। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে ৩০ বছরে পেয়েছে এই কাজের সুফল। দেশে সবার ঘরে, কেন্দ্রের অন্তত একটি বই আছে যা এনেছে বাড়ির স্কুলপড়ুয়া শিশুটি।

এখন দেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি পাঠাগার, ৭০ হাজার বাংলা বইয়ের সংগ্রহ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ৫৮ টি জেলার ২৫০ টি উপজেলায় পাঠকের দুয়ারে বই নিয়ে হাজির হচ্ছে। ৪৬ টি গাড়ি, আড়াই লাখ নিয়মিত পাঠক প্রতি সপ্তাহে বই পড়ছেন। স্যার বলতেন মাতাল শুঁড়িখানায় যায়, দুধ বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। কারণ সেরা জিনিস যত্ন করে পৌঁছাতে হয়। দেশ বিদেশের সেরা লেখকদের পাঁচ শত বই প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। যাতে সেরা এই বইগুলো বাণিজ্যিক প্রকাশনার লাভ-ক্ষতির হিসেবে হারিয়ে না যায়। কেন্দ্র এগুলো সবচেয়ে কমদামে বিক্রয়ও করছে। দেশের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান দুটি এখন কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে।

'আলোর ইশকুল' আরেক অভিনব কাজ। মোট ৭৫ টি উৎকর্ষচক্র শিল্প-সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে ৫ বছর ব্যাপী তার সভ্যদের পড়াশোনার সুযোগ দেয়, কথা বলেন দেশ-বিদেশের সেরা বক্তারা, আয়োজিত হয় নানারকম কার্যক্রম যেখানে বহুমাত্রিক মানুষ তৈরি হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে আকাশসমান দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে মানুষ, সেই মানুষ আকাশ ছুঁতে পারে অবলীলায়। তেমন মানুষ গড়ে তুলতে 'আলোর ইশকুল' চলছে ছয় বছর ধরে।

কেন্দ্রের মিউজিক লাইব্রেরি, চলচ্চিত্র লাইব্রেরিতে আছে দেশ-বিদেশের সেরা সংগীত ও চলচ্চিত্রের সংগ্রহ। দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫০ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রায় আড়াই লক্ষ দর্শক প্রতিবছর ছবি দেখেন, বিকশিত করেন তাঁদের কল্পনার জগৎকে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান ভাবলে ভুল করা হবে। কেন্দ্র একটি ছোট্ট বাংলাদেশ। এখানে যারা আসে তাদের অধিকাংশই এখানে বেশিদিন থাকে না। তবে যত দিন থাকে, কেন্দ্র নামের পরশপাথরের ছোঁয়ায় তার অন্তর বদলে যায়। কেন্দ্র তাদের অন্তরপ্রদীপের সলতেতে আগুন জ্বালায় পরম যত্নে। একবার সে প্রদীপ জ্বলে উঠলে সেটি আর নেভে না।

যার যার জায়গায় সেরা মানুষ হবার যে চেষ্টা, আলো দিয়ে আলো বাড়ানোর যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে অন্তর থেকে অন্তরে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে তাই পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। একজন সমৃদ্ধ মানুষ দেশ বদলে দেয়, সমাজ বদলে দেয়, বদলে দেয় হাজার বছরের কুসংস্কার ও ভুল রীতিনীতি। তাই ৪০ বছরে লাখ লাখ মানুষের হৃদয়ের আলোকে পরিমাপ করবে এই সময়ের মানুষ না, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বর্তমানের নয়, এখানে ভবিষ্যতের মানুষেরা পৃথিবীকে তার জ্ঞান, দক্ষতা, চিত্তের অপরিমেয় আলো আর অন্তরের শক্তি দিয়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য তৈরি হয়। এখানে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ হাতধরাধরি করে চলে আগামীর পথ ধরে আলোকের অভিযাত্রায়।

আলোর ঝরনাধারায়

আমীরুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মানে জ্ঞানচর্চার তীর্থভূমি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মানে মননের পাঠশালা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মানে বই পাঠের আন্দোলন। আদর্শ ও নৈতিকতা শিক্ষার পীঠস্থান। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুধুমাত্র মনোরম কোনও ভবন নয়। এইখানে মানব চিন্তাসম্পদের চর্চাকেন্দ্র। চিরায়ত সাহিত্যপাঠের আনন্দধাম। আনন্দ আড্ডা, আনন্দ পাঠে মানুষের জীবনের উৎকর্ষের সন্ধান দেয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আন্দোলনে ফলাফল বড় বিমূর্ত। আলোকিত মানুষের সন্ধানে গত চল্লিশ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।

এই খণ্ড খণ্ড মানুষেরাই অখণ্ডভাবে ছড়িয়ে আছে দেশে-বিদেশে। তারা কিছু গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে উচ্চতর জীবনের সন্ধান করে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাফল্য অনুভব করার মতো। বই পড়ার আন্দোলন গভীর অনুসন্ধানী হয়। জ্ঞান চর্চার আন্দোলন কখনও ফুরায় না। নতুন নতুন অভিঘাত তাকে আরও সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উজ্জ্বল আলো কোনওদিন ফুরিয়ে যাবে না।

এই আলো জ্ঞানের আলো। এই আলো সমাজ-মানুষের আলো। এই আলো জ্যোতির্ময়। বই পড়ার যে কাজ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ- এর নেতৃত্বে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কর্মসূচি পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

ভূমিকা

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদানের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ তার নির্মাণের পর্ব। এই নির্মাণকে অর্থময় করার জন্যে আজ এ-দেশে চাই অনেক সম্পন্ন মানুষ; সেইসব মানুষ যারা উচ্চ-মূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত, উদার, শক্তিমান ও কার্যকর যারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে শক্তিমান নেতৃত্ব দিয়ে এই জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাদের আজ পেতে হবে আমাদের বিপুল সংখ্যায় সারা দেশে, সবখানে। এককে-দশকে নয়; সহস্রে, লক্ষে। আর কেবল সংখ্যায় পেলেই চলবে না তাদের পেতে হবে একত্রিত ও সমবেতভাবে। তাদের গ্রথিত করতে হবে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতায়, উত্থান ঘটাতে হবে জাতীয় শক্তি হিসেবে।

ছোট্ট পরিচিতি

সারাদেশের সবখানে এইসব আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা, জাতীয় শক্তি হিসেবে তাদের সংঘবদ্ধ করা এবং এরই পাশাপাশি দেশের মানুষের চিত্তের সামগ্রিক আলোকায়ন ঘটানো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যগুলোকে সফল করে তোলার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৭৮ সাল থেকে এ-পর্যন্ত দেশভিত্তিকভাবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ :

১. দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম

ক. স্কুল-কলেজ কর্মসূচি

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মনের বিকাশ ও উৎকর্ষের লক্ষ্যে কেন্দ্রের প্রথম বড় কর্মসূচি এটি। ১৯৮৪ সালে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়েছে দুটি আদলে। প্রথম পর্বে (১৯৮৪-২০০২) এই কর্মসূচির আওতায় দেশের যেখানেই একসঙ্গে দু-তিনটি স্কুল ও দু-একটি কলেজ পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই, ওই শিক্ষায়তনগুলোর সঙ্গে উপগ্রহের আদলে, এই কার্যক্রমের একটি করে শাখা গড়ে তোলা হয়েছিল।

একজন সংস্কৃতিবান, যোগ্য ও উদ্যমশীল মানুষের নেতৃত্বে আলোকিত পরিবারের মতো গড়ে উঠেছিল এই শাখাগুলো। তারপর এই শিক্ষায়তনগুলোর ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ এই সাতটি শ্রেণির মেধাবী, প্রতিভাবান ও উদ্যম-উৎসাহসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে এনে বছরের-পর-বছর ধরে ওই শাখায় তাদের সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। দু-ভাবে এই চেষ্টা চলেছে : [১] ওই সাত বছরে তাদের মন ও বয়সের উপযোগী প্রায় পৌনে দুশো শ্রেষ্ঠ বই পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে (প্রতিবছর ১৬টি নিয়মিত ও ৯টি অতিরিক্ত বই)। বইপড়াকে উৎসাহিত করার জন্য ছিল পর্যাপ্ত

পুরস্কারের ব্যবস্থা। [২] একটি আনন্দময় বহুমুখী সাংস্কৃতিক জীবনের ভেতর দিয়ে তাদের সুস্মিতভাবে বিকশিত করে তোলার মাধ্যমে। বইপড়ার মাধ্যমে ঘটেছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ভেতর দিয়ে হৃদয়বৃত্তির। এভাবে জীবনের সূচনালগ্নেই তারা হৃদয়বান, মননশীল ও আনন্দময় মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

পট পরিবর্তন :

২০০৪ সালে এসে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম, হুবহু একই আদলে, স্কুল-কলেজের বাইরে থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায় স্কুল-কলেজের ভেতরে। শুরু হয় আলাদা আলাদা স্কুল-কলেজকে কেন্দ্র করে এই কার্যক্রম। স্কুল-কলেজগুলোর প্রধান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষাদের অভিভাবকত্বে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন যোগ্য ও সংস্কৃতিমনা শিক্ষক/অধ্যাপকের নেতৃত্বে নতুন চরিত্র নিয়ে শুরু হয় এটি। বর্তমানে দেশের ১৬০০ স্কুল ও ৫০০ কলেজে কর্মসূচিটি নিয়মিতভাবে চলছে। মোট সভ্যসংখ্যা ২,২৫,০০০।

২. পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম

কেন্দ্রের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে ২০১০ সালে। এই কার্যক্রমটি কেন্দ্রের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির স্কুল পর্যায়ের কর্মসূচির হুবহু অনুরূপ, কিন্তু আকারে অনেক বড়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৫০টি উপজেলার ১২০০০ স্কুলে ও মাদ্রাসায় এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে কার্যক্রমটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্যোগে চলমান আছে। প্রতি বছর এই কার্যক্রমের প্রায় ২২ লক্ষ সদস্য অংশগ্রহন করে। পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম এই মুহূর্তে কেন্দ্রের বৃহত্তম কার্যক্রম। কর্মসূচিটি দেশের ৩০,০০০ স্কুল ও মাদ্রাসায় সম্প্রসারিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়...

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ *সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র*

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে একটা বেদনা আমার সারা অস্তিত্বকে অস্বস্তভাবে কামড়ে ধরেছিল। সে বেদনা আমার জাতির অজ্ঞতার বেদনা। তখন আমাদের দেশ জাতীয় জীবনের দীর্ঘ নেতিবাচক ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করে প্রথমবারের মতো স্বাধীন হয়েছে। যুগ যুগের পরাধীনতা, দাসত্ব, দুঃখ আর লাঞ্চনার নিগ্রহে জাতি তখন মুমূর্ষু। জ্ঞানের অভাবে, মনের সংকীর্ণতায়, অজ্ঞতায়, দারিদ্র্যে ও অন্ধকারে দেশ যেন ভবিষ্যৎহীন। অথচ আমরা তখন একটি জাতীয় যুদ্ধ সাফল্যজনকভাবে শেষ করে নিজেদের জন্যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি। অনেক নৈরাজ্য ও বেদনার পাশাপাশি মানুষের মন তখনও এক অফুরন্ত আশা ও স্বপ্নে জাগ্রত। দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাই তখন এক নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা : কী করে সেই নিষ্ক্রিয়তা আর জাড্য থেকে দেশ ও জাতিকে শক্তি গতি ও সামর্থ্যের জগতে উন্নীত করা যায়।

২. আমি শিক্ষক মানুষ। একজন শিক্ষক যেভাবে এমন পরিস্থিতির জবাব দেবার কথা ভাবতে পারেন আমি সেভাবেই ভাবলাম। স্পষ্ট দেখলাম যুগ যুগের নিঃস্বতা আর দারিদ্র আমাদের জাতীয় চেতনার চারপাশে এক দুরারোগ্য অন্ধকারকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। তাই দেশকে বড় করে তুলতে হলে যেভাবেই যতদিনেই হোক এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের জড়ীভূত জগদ্দল ভেঙে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। আর তা করতে হলে এই জাতির প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জ্বালিয়ে তুলতে হবে আলো– জ্বলিত উদ্যত ও অপরাজেয় আলো– কেননা আলোর দীর্ঘ জাগ্রত উজ্জ্বল বর্শাই সেই আয়ুধ যা দিয়ে অন্ধকারের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করা যায়।

৩. তখন প্রশ্ন উঠল : যে মানুষদের হৃদয়কে আমাদের প্রজ্বলিত করতে হবে তাঁরা কারা? প্রথমেই স্পষ্ট হল যাঁরা বয়স্ক, নির্জীব, নিষ্ক্রিয়; যাঁরা বৃদ্ধ, অথর্ব, অক্ষম, যাঁরা সৃজনক্ষমতায় নীরক্ত ও নিঃশেষিত তাঁরা আমাদের মূল লক্ষ্য হবে না। আমাদের এই মূল লক্ষ্য হবে শিশুরা, কিশোরেরা, তরুণেরা, নবীনেরা– যারা আগামী দিনের বাংলাদেশ– যারা কচি, উন্মুখ, উৎকর্ণ; যারা অনুভূতিময়, স্পর্শকাতর, গ্রহণক্ষম। মনে হল, এদের তরুণ জীবনে শুভ-স্বপ্নের বীজ যদি কোনওমতে একবার বুনে দেওয়া যায় তবে পাথুরে মাটির রুক্ষ অনুর্বরতা তাদের ব্যর্থ করতে পারবে না। তাদের কাঁচা বয়সের পলিপড়া নরম উর্বর মাটিতে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে চলবে। একসময় তাদের কাণ্ড গজাবে, ডাল হবে, পাতা আসবে, শাখা-প্রশাখায় ফুলে-ফলে তারা ভরে উঠবে। আর তাদের সেসব ফল চারপাশের মাটিতে পড়ে পড়ে সেখানে জন্ম দেবে আরও অনেক নতুন গাছ। এমনি করে গোটা এলাকাটা একদিন অরণ্য হয়ে উঠবে। এই জন্য একটি শিশুর হৃদয়কে আলোতে প্রজ্বলিত করা এত জরুরি। এতে সে যে শুধু নিজে আলোকিত হয় তা নয়। জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় চারপাশের জগৎকেও সে আলোকিত করে চলে। তারপর একদিন সেই উজ্জ্বল মশাল সে তুলে দেয় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।

৪. মৌমাছিদের যেমন চাক থাকে, তেমনি একটি দেশের কিশোর-তরুণদের জীবনের সেই চাক হল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ তাদের উৎকর্ষের বসতি। আমরা ভেবে দেখেছিলাম আমরা যদি আমাদের উৎকর্ষ কার্যক্রমগুলো নিয়ে দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশোর-তরুণদের কাছে পৌছাতে পারি তবে তা হবে আগামী দিনের সম্পন্ন বাংলাদেশের কাছেই পৌছানো। তাই আমরা তাদের আলোকিত জীবনের লালনক্ষেত্র হিসেবে মূলত এই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বেছে নিয়েছিলাম।

৫. প্রথমেই আমাদের ভাবতে হয়েছিল কী কী উপায়ে আমাদের কিশোর-তরুণদের চিত্তকে আলোকিত করে বড় জীবনের স্বপ্ন ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। আমাদের মনে হয়েছিল দুটি ব্যাপার এই লক্ষ্যে বড় রকমের অবদান রাখতে পারে:

এক. তাদের মন ও বয়সের উপযোগী শ্রেষ্ঠ ও অনিন্দ্যসুন্দর বইগুলো পড়িয়ে তাদের জীবনকে অনুভূতিময় সৌন্দর্যস্নাত ও উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা । বইয়ের ওপর আমরা জোর দিয়েছিলাম একটি কারণে। তা হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের আত্মার আলো এদের ভেতর জ্বলছে। ওইসব মানুষদের হৃদয়ের ভেতরকার যা কিছু সুন্দর, গভীর, ঐশ্বর্যময়, কল্পনাসমৃদ্ধ, মহৎ ও বৈভবসমৃদ্ধ– তাদের ওই বইগুলোর মাধ্যমে সেই সব দীপ্তি ও উজ্জ্বলতার সাহচর্যে বিকশিত হলে আমাদের তরুণদের হৃদয়েও এসবের সংক্রাম অনিবার্য হবে।

দুই. পড়ার পাশাপাশি সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ভেতর দিয়ে তাদের বড় করে তোলা।

ফলে বইপড়ার ভেতর দিয়ে ঘটবে তাদের বৌদ্ধিক জীবনের সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ভেতর দিয়ে ঘটবে তাদের হৃদয়ের পরিশীলন। এতে তারা উন্মীলিত হবে আলোকস্নাত কার্যকর ও দীপান্বিত মানুষ হিসেবে। গত চল্লিশ বছরের নিরন্তর চেষ্টায় বইকে আমরা আজ জাতির কাছে জনপ্রিয় করতে পেরেছি এ-ও আমাদের একটা অর্জন।

৬. আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মাত্র দশজন তরুণ ও তাদের জন্য দশটি বই কেনার দাম বাবদ এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাওয়া ৩৫টি টাকা সম্বল করে শুরু হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রর যাত্রা। আমাদের সেই সভ্যসংখ্যা আজ বছরে ২৮ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। গত চল্লিশ বছরে নব্বই লক্ষ কিশোর-তরুণ আমাদের বিভিন্ন উৎকর্ষ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলোর স্পর্শ পেয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী ২০২২ সাল নাগাদ বছর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিতভাবে আমাদের উৎকর্ষ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২৫০টি উপজেলার প্রায় ১৫,০০০ স্কুল ও কলেজে, এক কথায় প্রায় সব স্কুল ও কলেজে, আমাদের এই কর্মসূচি প্রসারিত হয়েছে। কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গত বিশ বছর ধরে দেশের ৫৬টি জেলায় পাঠকদের বাড়ির দোরগোড়ায় বই পৌছে দিয়ে আসছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে এই লাইব্রেরি সারা দেশের সবখানে, অর্থাৎ দেশের প্রতিটি জেলা শহরে, উপজেলার শহরে, ইউনিয়নে এমনকি বর্ধিষ্ণু গ্রামে পাঠকদের দরজায় বই পৌছানোর কাজ শুরু করবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাভাষার চিরায়ত বইসহ অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর প্রকাশের কাজ চলছে। এই বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বই বেরিয়েছে। 'আলোর ইশকুল' স্কুল-কর্মসূচির মাধ্যমে মানব জ্ঞানের ৭৫টি শাখার ব্যাপক পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও দর্শনের ভেতর দিয়ে উচ্চায়ত মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। 'আলোর পাঠশালা' কর্মসূচির মাধ্যমে অন-লাইন বই পড়ার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

৭. ২০ বছর আগে লেখা আমার একটি জর্নাল উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি :

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রর আসল লক্ষ্য কী, এ নিয়ে নানান লোকের কাছে নানান কথা বলি। কিন্তু আমি তো জানি এই কেন্দ্রের সামনে আজ যদি সত্যিকার করণীয় কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে দুটো :

এক, আজকের তরুণদের অর্থাৎ আগামীদিনের মানুষদের বড় করে তোলা;

দুই, তাদের সংঘবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে পরিণত করা।

ভালো সময় বলতে কী বুঝি আমরা? ভালো সময় মানে সেই সময়- যখন ভালো মানুষেরা সংঘবদ্ধ আর খারাপেরা বিভক্ত এবং পরাজিত। এর উল্টোটা হলেই তাকে আমরা বলি দুঃসময়।

আমাদের দেশে সব জায়গায় আজ শুধু অশুভের সংঘবদ্ধতা। কোথাও একটা দুর্বৃত্ত হেঁকে উঠলে মুহূর্তে সব দুর্বৃত্ত সংঘবদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে ভালো মানুষেরা আজ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন– যে যার আলাদা ঘরে শুয়ে একা একা কাঁদছে। পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত আগন্তুক এবং প্রত্যেকের মাঝখানে এক আকাশ অন্ধকার। তাদের মাঝখানকার এই বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভাঙতে হবে।

তাদের সকলকে করতে হবে– 'একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত'।

এতগুলো বছর তাদের একত্রিত করার উপায় বের করতেই শেষ হয়েছে। এখন পথ জানা হয়ে গেছে। এখন সংগ্রাম গন্তব্যের জন্যে।

কাজ এখন একটা : প্রদীপ উঁচিয়ে রাখা। 'ভাই হে, তোমাদের মশালগুলো যেন পলকের জন্যেও না-নেভে।'

৩. জাতীয়ভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম

জাতীয় চিত্তের আলোকায়নের লক্ষ্যে এই কার্যক্রমের আওতায় নেওয়া হয়েছে দুটি উদ্যোগ:

ক. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

বইপড়ার সুবিধাকে সারাদেশের সব মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেবার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ হলে দেশের প্রতিটি জেলাশহরসহ প্রতিটি উপজেলায়, ইউনিয়নে, দেশের প্রতিটি সংযোগ-সড়কের দুপাশের গঞ্জ, বাজার ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোতেও কেন্দ্রের বইপড়ার সুবিধা পৌছে যাবে। এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরীগুলোসহ ৫৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু রয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৩ লক্ষ ও লাইব্রেরির গাড়ির সংখ্যা ৪৬টি। জুলাই ২০১৯ থেকে গাড়িবহরের সংখ্যা আরও ৩০টি গাড়ি যোগ হওয়াসহ কর্মসূচিটির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটতে যাচ্ছে। এতে গোটা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় সকল উপজেলার সব জায়গাই এই কর্মসূচির আওতায় আসবে। বর্তমানে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প এই কার্যক্রমে অর্থায়ন করছে।

খ. ঢাকা লাইব্রেরি

ঢাকায় একটি ভালো মানের লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। সুপরিসর ও দৃষ্টিনন্দনভাবে সজ্জিত এক লক্ষ ৭০ হাজার বইয়ের একটি সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরি এটি।

৪. আলোর ইশকুল

উদার উৎকর্ষময় ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনে শুরু হয়েছে কেন্দ্রের নতুন কর্মসূচি: 'আলোর ইশকুল'। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতি পাঁচ বছরে এই ইশকুলের সভ্যদের জন্য শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা থেকে শুরু করে দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখার ওপর আয়োজিত হয় ৭৫টি উৎকর্ষচক্র। এ ছাড়াও এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে ব্যাপক পড়াশোনার কার্যক্রম। চক্রগুলোর আনন্দময় ও সম্পন্ন পরিবেশে অংশ নিয়ে সভ্যেরা বহুমাত্রিক মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠবেন, কেন্দ্র এ আশা করে। কর্মসূচিটি ৬ বছর ধরে চলছে।

আলোর ইশকুলের পাশাপাশি দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নানা বিষয়ের ওপর সক্রিয় রয়েছে বেশ কিছু পাঠচক্র।

৫. প্রকাশনা কার্যক্রম

দেশের মানুষের চিত্তের আলোকায়নের লক্ষ্যে এটি কেন্দ্রের আর একটি কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো বাংলায় প্রকাশের চেষ্টা চলছে। এ-পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি পৃথিবীর ৫০০টি চিরায়ত বই অনুবাদের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

৬. শ্রবণ-দর্শন কার্যক্রম

দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম ও আলোর ইশকুলের সদস্যসহ দেশের আলোকপিপাসু ব্যক্তিদের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত শোনার ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ প্রসারিত করার মাধ্যমে তাঁদের শিল্পরুচিকে সম্পন্ন ও সৌকর্যময় করে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত এই কার্যক্রম। এর বিভাগ দুটি :

ক. চলচ্চিত্র লাইব্রেরি

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের একটি উন্নতমানের সংগ্রহ রয়েছে এই লাইব্রেরিতে। এই লাইব্রেরির উদ্যোগে ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে একটি চলচ্চিত্র চক্র।

এছাড়াও রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা মানুষদের চলচ্চিত্ররুচি বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবছর সারা দেশের জেলা ও উপজেলা শহরগুলোর ৪০০টি স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরের চলচ্চিত্র-প্রেমিকদের জন্য শহরগুলোর বিভিন্ন মিলনায়তনে মোট ২৫০টি চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ দর্শক এই উৎসবগুলোয় প্রদর্শিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলো উপভোগের মাধ্যমে তাঁদের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরুচিকে উৎকর্ষময় করার সুযোগ পান।

খ. শ্রবণ বিভাগ

এই বিভাগের আওতায় ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যালয়ে বিশ্বসংগীতের একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রের বিভিন্ন উৎকর্ষ কার্যক্রমের সদস্য এবং সাধারণ সংগীতপিপাসু ও আগ্রহী শ্রোতারা এই সংগীত-লাইব্রেরির সদস্য হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত শ্রবণের পাশাপাশি সংগীত বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

৭. বাংলাভাষার চিন্তামূলক রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশনা কার্যক্রম

২০০০ সালে কেন্দ্র 'বাংলাভাষার চিন্তামূলক রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশনা প্রকল্প' নামে একটি বৃহদায়তন আকরিক সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করার কর্মসূচি হাতে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন বিষয় যেমন- শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালি মনীষীরা গত ২০০ বছর ধরে যা কিছু লিখেছেন সেই লেখাগুলো সংগ্রহ করে তা থেকে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো বেছে নিয়ে ১৬টি বিষয়ে ২০০ খণ্ডে একটি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংগ্রহ গ্রন্থটির নাম বাঙালির চিন্তামূলক রচনা। ২০০ খণ্ডের এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তা কেবল আমাদের নয়, সমস্ত বঙ্গভাষাভাষী মানুষের জন্য হবে এক মূল্যবান ও গৌরবময় সম্পদ। গ্রন্থমালাটি অচিরেই প্রকাশিত হবে।

৮. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সাংস্কৃতিক ভবন

সারাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অঙ্গনে গড়ে তোলা হয়েছে একটি ন-তলা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স। ভবনটি ৫৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের। এই ভবনটি প্রাণচঞ্চল রয়েছে নানামুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। এখানে আছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার বই সম্বলিত একটি সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি আর্ট গ্যালারি, তিনটি মিলনায়তন, একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কেন্দ্র, একটি সম্মেলন কেন্দ্র, একটি উন্নতমানের বইবিক্রয় কেন্দ্র, একটি ভিডিও রেকর্ডিং স্টুডিও, পঠন-পাঠনের এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ১০টি পাঠকক্ষ ও অন্যান্য কক্ষ, অতিথিশালা, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ও ছাদে একটি করে উন্মুক্ত ও সুপরিসর ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি।

৯. ভ্রাম্যমাণ বইমেলা

কেন্দ্রের প্রকাশিত বইসহ দেশি-বিদেশী লেখকের সেরা বইগুলো সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ বইমেলা। একটি বড় আকারের গাড়িকে সুশোভিত করা হয়েছে, যা ১০/১২ হাজার শ্রেষ্ঠ বই নিয়ে বছরব্যাপী দেশের সব জেলা-উপজেলা শহরে মেলা আয়োজন করছে।

১০. উপসংহার

দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আলোকিত, কার্যকর, উচ্চ-মূল্যবোধ ও সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা, তাদের জাতীয় শক্তি হিসেবে সংঘবদ্ধ ও সমুন্নত করা এবং দেশের আপামর মানুষের চিত্তের সার্বিক আলোকায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়োজিত। জাতীয় জীবনে উচ্চায়ত চৈতন্য ও আলোকের পদপাত আমাদের আজ ঘটাতেই হবে, যদি একটি বড় দেশ ও বড় জাতিকে আমরা গড়ার কথা ভাবি। মানুষ ক্ষুদ্র আর জাতি বড়– এ কখনও হয় না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলোকিত মানুষের স্বপ্ন এমনি এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্যে।

বছরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা

দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম	২,১৬,৭২৬ জন
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি	২০,৯০,৫৮৬ জন
পিটিআই কর্মসূচি	১২,৫০০ জন
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি	৩,৩০,০০০ জন
সেন্ট্রাল লাইব্রেরি	১২,০০০ জন
কোর্স ও পাঠচক্র	১০,৮০০ জন
আলোর ইশকুল	৩০০ জন
আলোর পাঠশালা	১৪, ৫৮৬ জন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সব বিভাগ মিলিয়ে অংশগ্রহণকারী পাঠকসংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ। জাতীয় জীবনে উচ্চায়ত চৈতন্য ও আলোকের পদপাত আমাদের আজ ঘটাতেই হবে, যদি একটি বড় দেশ ও বড় জাতিকে আমরা গড়ার কথা ভাবি। মানুষ ক্ষুদ্র আর জাতি বড় এ কখনও হয় না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলোকিত মানুষের স্বপ্ন এমনি এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্যে।